পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম ।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,
আস্‌সালামু আলাইকুম ।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং পরিচালকমন্ডলীর ও নিরীক্ষকবৃন্দের প্রতিবেদনসহ ৩১শে ডিসেম্বর ২০২২ সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী উপস্থাপন করছি, যেখানে ব্যাংকের সাফল্য, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং বিশ্ব অর্থনীতির বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিষয়সহ বাংলাদেশের অর্থনীতির সাফল্যের বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

২০২২ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতি

২০২২ সাল ছিল অনিশ্চয়তার বছর । রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈশ্বিক উষ্ণতা, খাদ্যসংকট-এমন নানা কারণে এ বছর আলাদাভাবে চিহ্নিত হবে । ফলে ২০২০ সালে করোনা সংক্রমণের মধ্য দিয়ে যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা আরও দীর্ঘায়িত হচ্ছে । এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব অর্থনীতিতে সংকটের নয়টি জায়গা চিহ্নিত করেছে বিশ্বব্যাংক ।

প্রবৃদ্ধির গতি হ্রাস

২০২২ সালে যত অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তার সম্মিলিত ফলাফল হলো প্রবৃদ্ধির গতি কমে যাওয়া। বিশ্বব্যাংক বলছে, ১৯৭০-এর দশকের সংকটের পর বিশ্ব অর্থনীতি এখন সবচেয়ে সংকটের মধ্যে আছে। মহামারির পর একবার ঘুরে দাঁড়ানোর পর আবার খাড়া পতন হচ্ছে প্রবৃদ্ধির। উন্নত বিশ্বে মন্দার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে ভোক্তাদের আত্মবিশ্বাস ইতিমধ্যে অনেকটা কমেছে। এর আগে মন্দাপূর্ব ভোক্তাদের আত্মবিশ্বাস যে পর্যায়ে ছিল, এখন তার চেয়ে অনেক কম।

বিশ্বের বৃহত্তম তিন অর্থনীতি-যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ইউরোপ অঞ্চলের প্রবৃদ্ধির গতি দ্রুত হারে কমছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব অর্থনীতিতে নিছক টোকা লাগলেও পরিস্থিতির বড় অবনতি হবে।

দারিদ্র্য বিমোচন থমকে গেছে

করোনা মহামারির কারণে বৈশ্বিক দারিদ্র্য বিমোচন গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধাক্কা খায়। এরপর করোনার প্রভাব মোকাবিলা করে সবাই একইভাবে ঘুরে দাঁড়াতেও পারল না। ২০২২ সালের শেষে বিশ্বের প্রায় ৬৮ কোটি ৫০ লাখ মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকবে। ফলে ২০২০ সালের পর ২০২২ সাল হবে গত দুই দশকের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ সময়।

মহামারির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের পর যুদ্ধজনিত খাদ্য ও জ্বালানির ক্রমবর্ধমান মূল্যের কারণে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ব্যহত হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৩ সাল নাগাদ বিশ্বের প্রায় ৫৭ কোটি ৪০ লাখ মানুষ চরম দারিদ্র্য পীড়িত থাকবে, অথচ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে, ২০৩০ সালে বৈশ্বিক চরম দারিদ্র্যের হার থাকার কথা ছিল ৩ শতাংশ।

ঋণের বোঝা কেবল বাড়ছেই

২০২২ সালে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণের বোঝা বেড়েছে। সামগ্রিকভাবে গত এক দশকে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণ বেড়েছে। বিশ্বের দরিদ্রতম ৬০ শতাংশ দেশ ঋণের চাপে পড়েছে বা চাপে পড়ার ঝুঁকিতে আছে। ঋণের চাপে থাকার কারণে বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলো অর্থনৈতিক সংস্কার, স্বাস্থ্য, জলবায়ু ও শিক্ষা খাতে জরুরি বিনিয়োগ করতে পারছে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ২০১০ সালের পর থেকে ঋণের ধরনও বদলে যাচ্ছে, বেসরকারি খাত থেকে ঋণ নেয়ার পরিমাণ অনেকাংশে বেড়েছে। ২০২২ সালের ইন্টারন্যাশনাল ডেট রিপোর্ট অনুসারে, বিশ্বের নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর ৬১ শতাংশ ঋণ বেসরকারি খাতে নেয়া হয়েছে। এদিকে যেসব দেশ প্যারিস ডিক্লারেশন অন এইড ইফেকটিভনেসে সই করেনি তাদের ভূমিকা ক্রমে বাড়ছে, যেমন- চীন, ভারত, সৌদি আরব, আরব আমিরাত। এরাই এখন দ্বিপক্ষীয় ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছে।

কোভিড-১৯ মোকাবিলা চলছে

মহামারি মোকাবিলায় বিশ্বের দেশগুলো মানুষকে টিকা দিতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এই টিকা কেনায় বিশ্বব্যাংক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১০ বিলিয়ন বা ১ হাজার কোটি ডলার দিয়েছে। এখনো বিশ্বের সব মানুষ টিকার আওতায় আসেনি। সেই সঙ্গে চীনের মতো দেশে কোভিড-১৯-এর প্রকোপ আবার বাড়ছে। ফলে কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি বলেই ধারণা করা হচ্ছে। এই লড়াই চলবে।

ক্রমবর্ধমান খাদ্য ও সার নিরাপত্তাহীনতা

২০২২ সালে বিশ্বজুড়ে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বেড়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়া, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শ্লথগতি- এসব কারণে বিশ্বজুড়ে খাদ্য ও কৃষিপণ্যের দাম বেড়েছে। রাশিয়ার গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়ার কারণে সারের দাম বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে খাদ্যসংকট মোকাবিলায় বিশ্বব্যাংক গত মাসে ৩০ বিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন

যুদ্ধ ও কোভিড মোকাবিলায় সারা বিশ্ব যখন খাবি খাচ্ছে, তখন ২০২২ সালে জলবায়ুও চরম আকার ধারণ করে। পাকিস্তানে অতি বন্যায় শত শত মানুষ মারা গেছে, চীন ও হর্ন অব আফ্রিকায় খরার কারণে লাখ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ইউরোপও ৫০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক খরার সম্মুখীন হয়। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাংক ২০২২ সালে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সবচেয়ে বেশি অর্থায়ন করেছে ৩১ দশমিক ৭ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ১৭০ কোটি ডলার।

জ্বালানি সংকট

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জ্বালানি সংকট তীব্র হয়। জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যায়। সেই সঙ্গে বাড়ে ডলারের বিনিময় হার। এ কারণে বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশের আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় রিজার্ভ সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি সেই সব দেশের বেসরকারি খাত ডলারের উচ্চ দর মিটিয়েও বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ পাচ্ছে না।

শিখন ক্ষতি

কোভিডের কারণে বিশ্বের অনেক দেশেই শিশু-কিশোরেরা শিখন ক্ষতির শিকার হয়েছে। তবে এই প্রবণতা কেবল কোভিডের সময় শুরু হয়েছে তা নয়, কোভিডের আগে থেকেই এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এদিকে ধারণা করা হচ্ছে, ২০২২ সালে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে শিখন দারিদ্র্য ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে প্রতি ১০০ শিশুর মধ্যে ১০ জন বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। তাদের মধ্যে ৪৭ জন মহামারির আগে শিখন বঞ্চিত হয়েছে। মহামারির সময় এই সংখ্যা ৬০-এ উন্নীত হয়েছে। এ ক্ষতি না পোষানো গেলে এই শিশুদের ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা ও অর্থনৈতিক প্রাপ্তির সম্ভাবনা কমে যাবে। এতে সমাজে বৈষম্য বাড়বে।

কেউ যেন পিছিয়ে না থাকে

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজির অন্যতম লক্ষ্য হলো, কেউ যেন পিছিয়ে না থাকে, তা নিশ্চিত করা। কিন্তু করোনা মহামারি ও তারপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে দারিদ্র্য বিমোচন যেভাবে পিছিয়ে পড়েছে, তাতে অনেক মানুষ পিছিয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশে দেশে সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকও এ ক্ষেত্রে নানা ধরনের সাহায্য করে যাচ্ছে।

২০২২ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতি

বিশ্ব অর্থনীতির কঠিন চ্যালেঞ্জের বছরেও বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আকার বেড়েছে। আর এই হিসাবে বিশ্বের ৩৫তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ এখন বাংলাদেশ। ৪৬৫ বিলিয়ন ডলার জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) নিয়ে বিদায়ী ২০২২ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৫তম। এর আগের বছরে এই অবস্থান ছিল ৪১তম। সে সময় বাংলাদেশের জিডিপির আকার ছিল ৩৯৭ বিলিয়ন ডলার। করোনা মহামারির পর ২০২২ সালের শুরুতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ফিরে পেতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল বাংলাদেশ। তবে, ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রবৃদ্ধির চাকা আবারও ধীর হয়ে যায়। ফলে, ২০২২ সাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশের জন্য একটি ঘটনাবহুল বছর। এত কিছুর মধ্যেও ২০২২ সালে বাংলাদেশ সুখী দেশের তালিকায় সাত ধাপ এগিয়ে গেছে।

পদ্মা সেতুঃ স্বপ্ন এবং বাস্তবের মিশেল

সদ্য বিদায়ী বছরের ২৫ জুন বহুল প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হয়। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত এই পদ্মা সেতু জাতির আত্মবিশ্বাস, উৎসাহকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। প্রায় ৩০২ বিলিয়ন টাকা ব্যয়ে নির্মিত, ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলা ও ২ সমুদ্রবন্দরকে (মংলা ও পায়রা) বাংলাদেশের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

শতভাগ বিদ্যুতায়ন

বিদায়ী বছরের মে মাসে শতভাগ বিদ্যুতের যুগে প্রবেশ করে বাংলাদেশ। এই অর্জন বাংলাদেশকে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এখন পর্যন্ত ভারতে মোট জনসংখ্যার ৯৮ শতাংশ ও পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৭৪ শতাংশ বিদ্যুতায়ন হয়েছে। তবে, এলএনজি ও পেট্রোলিয়ামের আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়। ফলে, জুলাই থেকে কয়েক মাস দেশবাসীকে তীব্র লোডশেডিংয়ে ভুগতে হয়।

রিজার্ভে চাপ

ডলার-সংকট সামাল দিতে প্রতিনিয়ত রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করেছে। তারপরও ডলারের বাজার স্বাভাবিক হচ্ছে না। এর ফলে কমে গেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। গত বছরের আগস্টে রিজার্ভ বাড়তে বাড়তে ৪৮ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এখন সেই রিজার্ভ কমে ৩৪ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। এক বছর আগে গত বছরের ডিসেম্বরের শেষে রিজার্ভ ছিল ৪৬ বিলিয়ন ডলার।

ডলারের বিপরীতে টাকার রেকর্ড দরপতন

২০২২ সালে ব্যাংক খাতে আলোচিত ঘটনা ছিল ডলার-সংকট। আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়া ও প্রবাসী আয় কমে যাওয়ায় এই সংকট আরও তীব্র হয়। তাতে খোলাবাজারে সেঞ্চুরি হাঁকায় ডলার; ছাড়িয়ে যায় ১২০ টাকা। এরপর ব্যাংকেও ডলারের দর সেঞ্চুরি করে। ব্যাংক খাতে কয়েক মাসের ব্যবধানে ডলারের বিনিময় মূল্য ৮৬ টাকা থেকে বেড়ে এখন ১০৫, ১০৬ বা ১০৭ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৮০০ ডলার ছাড়িয়েছে।

অর্থনীতির চাকা সচল হতে শুরু করলে দেশের মাথাপিছু আয় বেরে ২ হাজার ৮২৪ ডলারে পৌঁছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির গতি ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭ দশমিক ২৫ শতাংশে উন্নীত হয়, যা আগের বছরে ৬ দশমিক ৯৪ শতাংশ ছিল।

পারমাণবিক শক্তিতে বড় অগ্রগতি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৯ অক্টোবর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের দ্বিতীয় ও শেষ চুল্লির উদ্বোধন করেন। যা দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। ১১৩০.৯২ বিলিয়ন টাকার প্ল্যান্টটি ন্যূনতম ৬০ বছরের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত না করেই বাংলাদেশকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়তা করবে।

জ্বালানি তেলের রেকর্ড দাম বৃদ্ধি

বিশ্ববাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে সরকার গত ৫ আগস্ট সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়েছে। ডিজেল ও কেরোসিনের দাম লিটারে ৩৪ টাকা বাড়িয়ে ১১৪ টাকা, পেট্রোলের দাম ৪৪ টাকা বাড়িয়ে ১৩০ টাকা এবং অকটেনের দাম ৪৬ টাকা বাড়িয়ে ১৩৫ টাকা করা হয়েছে। দাম ৪২ থেকে ৫২ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির এ হার দেশে রেকর্ড সৃষ্টি করে। মূল্যস্ফীতি যে এক লাফে সাড়ে ৯ শতাংশে উঠে গিয়েছিল, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি তাতে প্রভাব ফেলেছিল।

রপ্তানি আয় বৃদ্ধি

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৫২ দশমিক ০৮ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় করেছে, যা ৪৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক বেশি। পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল এবং পাট ও পাটজাত পণ্যসহ সব গুরুত্বপূর্ণ খাতে এ বছর আয় বেড়েছে। এমনকি নভেম্বরে একমাসে সর্বোচ্চ রপ্তানি আয় ৫ দশমিক ০৯ বিলিন ডলারের রেকর্ড গড়ে বাংলাদেশ। এর মধ্যে পোশাক খাতে ৪ দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় ছিল।

১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি

ভোক্তা মূল্য, যা এ বছরের এপ্রিল পর্যন্ত ৬ দশমিক ৫ শতাংশের নিচে ছিল- ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর বিশ্বব্যাপী পণ্যের দাম বৃদ্ধির কারণে মে মাসে তা ৭ শতাংশের সীমা অতিক্রম করে। আগস্টে মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৫২ শতাংশে পৌঁছে ১০ বছরের সর্বোচ্চ রেকর্ড করেছে। নভেম্বর পর্যন্ত গত ৩ মাসে মূল্যস্ফীতির হার কমেছে। এটি এখনো ৯ শতাংশের কাছাকাছি আছে। যা জনসংখ্যার একটি বড় অংশ বিশেষ করে নিম্ন ও সীমিত আয়ের পরিবারের ক্রয় ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে।

সর্বোচ্চ রপ্তানিঃ পোশাকখাত

সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ নিবন্ধিত পোশাক চালান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৪২.৬১ বিলিয়ন ডলারের সর্বোচ্চ রপ্তানি আয় দেখেছে বাংলাদেশ। কিছু মাসের পোশাক চালানের আয় ছিল চোখে পড়ার মতো। যেমন- নভেম্বরে পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪ দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ডলার, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে একক মাসে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। জানুয়ারি ও জুনের আয়ও উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণে বেশি ছিল- জানুয়ারিতে ৪ দশমিক ০৪ বিলিয়ন ডলার এবং ফেব্রুয়ারিতে ছিল ৪ দশমিক ০৯ বিলিয়ন ডলার।

মেট্রোরেলঃ গণপরিবহনে মাইলফলক

২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেশের প্রথম মেট্রো রেলের সূচনা হয়। যা ঢাকা শহরের গণপরিবহনের একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এর মাধ্যমে ঢাকার যানজট কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রায় ৩৩৫ বিলিয়ন টাকা ব্যয়ে নির্মিত ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইন-৬-এ অনেক মানুষ একসঙ্গে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শহরে যাতায়াত করতে পারবেন। এর ফলে, ভারত ও পাকিস্তানের পর দক্ষিণ এশিয়ার তৃতীয় দেশ হিসেবে বাংলাদেশে মেট্রোরেল চালু হলো।

সিলেটের বন্যা

২০২২ সালে আলোচিত একটি দুর্যোগ হলো সিলেট অঞ্চলের বন্যা। এ বছরে উজান থেকে আসা পানি আর টানা বৃষ্টিতে ব্যাপক বন্যার কবলে পড়ে সিলেট অঞ্চল। বন্যায় মারাত্মক ক্ষতি হয় ফসলের, বহু মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়ে ঢাকাসহ অন্যান্য জেলার সাথে যোগাযোগের মুল সড়ক ও রেললাইন পানিতে ডুবে যায়। এমনকি সিলেট ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও রেলস্টেশন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ।

ক্রমাগত দরপতনে পুঁজিবাজার

গত জুলাইয়ে পুঁজিবাজারে ক্রমাগত দরপতনের মধ্যে ডিএসইর সাধারণ সূচক ডিএসইএক্স ছয় হাজার পয়েন্টের নিচে নেমে যায়। বাজারে লেনদেন খরা নিয়মিত চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ২৬ ডিসেম্বর ডিএসইতে হাতবদল হয়েছে ১.৯৯ বিলিয়ন ডলার, যা গত ২ বছর ৫ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর চেয়ে কম লেনদেন হয়েছিল ২০২০ সালের ৭ জুলাই।

প্রবাসী আয়ে নিম্নগতি

অপ্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেল চাঙ্গা হওয়ায় চলতি বছর দেশে প্রবাসী আয় ১ বিলিয়ন ডলার কমবে বলে বিশ্বব্যাংকের সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে। তবে বিদায়ী ২০২২ সালে এর আগের ২০২১ সালের তুলনায় দেশে রেমিট্যান্স তথা প্রবাসী আয় কমেছে ৭৯০ মিলিয়ন ডলার। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে ২০২২ সাল সব মিলিয়ে প্রবাসী আয় এসেছে প্রায় ২১.২৯ বিলিয়ন ইউএস ডলার। এই হিসাব বৈধ চ্যানেল খ্যাত ব্যাংক খাতের মাধ্যমে আসা প্রবাসী আয়ের বা রেমিট্যান্সের।

বিদেশ সফর ও আমদানিতে কড়াকড়ি

ডলার-সংকটের কারণে সরকারি কর্মচারী, ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বিদেশ সফরের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় গত মে মাসে। এ ছাড়া চলতি বছর কম গুরুত্বপূর্ণ আমদানিনির্ভর প্রকল্পের বাস্তবায়ন পিছিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। পাশাপাশি নানা রকমের ফলমূল, প্রসাধনী আমদানি নিরুৎসাহিত করতে বাড়তি শুল্কারোপ করা হয়।

অর্ধেকে নেমেছে এলসি খোলার পরিমাণ

দেশের রিজার্ভকে সংরক্ষণে পণ্য আমদানিতে নানা শর্তারোপের কারণে এপ্রিল থেকে টানা কমতে কমতে ছয় মাসে অর্ধেকে নেমে এসেছে এলসি খোলার পরিমাণ। চলতি বছরের মার্চে এলসি খোলা হয়েছে ৯ দশমিক ৮০ বিলিয়ন ডলারের। সেপ্টেম্বরে এলসি খোলা হয়েছে ৬ দশমিক ৫১ বিলিয়ন ডলারের। অক্টোবরে এসে বড় ধরনের পতন হয়েছে। এ মাসে এলসি খোলা হয়েছে ৪ দশমিক ৭২ বিলিয়ন ডলারের।

২০২২ সালে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত

আমানত এবং তারল্য

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০২১ সালের ডিসেম্বর শেষে দেশের ব্যাংক খাতে মেয়াদি ও তলবি আমানতের পরিমাণ ছিল ১৪,০৯৩.৪২ বিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে ১২,৪১৩.২৪ বিলিয়ন টাকা ছিল মেয়াদি আমানত। আর তলবি আমানত ছিল ১,৬৮০.১৯ বিলিয়ন টাকা। ২০২২ সালের ডিসেম্বর শেষে দেশের ব্যাংক খাতে মেয়াদি ও তলবি আমানতের পরিমাণ ছিল ১৪,৮৯১.৬৯ বিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে ১৩,০৫৪.২৮ বিলিয়ন টাকা ছিল মেয়াদি আমানত। আর তলবি আমানত ছিল ১,৮৩৭.৪১ বিলিয়ন টাকা। ২০২২ সালে মেয়াদি আমানতের প্রবৃদ্ধি কমেছে ৫.১৬ শতাংশ। আর তলবি আমানতের প্রবৃদ্ধি কমেছে ৯.৩৬ শতাংশ।

ঋণ বিতরণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংক খাতে ঋণ ছিল ১২,৩৬০.৮২ বিলিয়ন টাকা। আর ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ঋণ বেড়ে হয়েছে ১৪,৭৭৭.৭৯ বিলিয়ন টাকা।

খেলাপি ঋণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, সদ্য বিদায়ী বছরের শেষ প্রান্তিক (ডিসেম্বর শেষে) শেষে দেশের ব্যাংকিং খাতে মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪৭৭৭.৭৯ বিলিয়ন টাকা। বিতরণ করা এসব ঋণের মধ্যে খেলাপিতে পরিণত হয়েছে ১২০৬.৫৬ বিলিয়ন

টাকা। ফলে বিতরণ করা মোট ঋণের ৮ দশমিক ১৬ শতাংশই খেলাপি। ২০২১ সালের ডিসেম্বর প্রান্তিক শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ১০৩২.৭৪ বিলিয়ন টাকা। যা ছিল মোট ঋণের ৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ। সে হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১৭৩.৮২ বিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫৬৪.৬০ বিলিয়ন টাকা। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় ৫৬৪.৩৯ বিলিয়ন টাকা। এ ছাড়া বিদেশি ব্যাংকগুলোয় খেলাপি ঋণের পরিমাণ এখন ৩.৪৮ বিলিয়ন টাকা। আর বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোয় খেলাপি ঋণ হচ্ছে ৪৭.০৯ বিলিয়ন টাকা।

বিদেশি ঋণ

গত ৫ বছরে বিদেশি উৎস থেকে বাংলাদেশের ঋণ দ্বিগুণ হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী সরকারের নেয়া ঋণের চেয়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি বেশি হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিদেশি উৎস থেকে দেশের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৫.৮১ বিলিয়ন ইউএস ডলার। ২০২২ সালে জুন শেষ সরকারি বেসরকারি খাত মিলিয়ে বিদেশি ঋণের পরিমাণ ৯৫.৮৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার ছাড়িয়ে যায়। যা দেশের মোট জিডিপির প্রায় ২২ শতাংশ। এ বিপুল অঙ্কের ঋণের ৭৩ শতাংশ সরকারের, বাকি ২৭ শতাংশ দেশের বেসরকারি খাতের। এদিকে ২০২৩ সাল শেষে বাংলাদেশে বিদেশি ঋণের পরিমাণ ১১৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার ছাড়াবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিদেশি ঋণের বিপরীতে প্রতি বছর সুদসহ প্রায় ২০ বিলিয়ন ইউএস ডলার বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ২০২১ সালে সুদসহ দেশে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ছিল ১১.৭০ বিলিয়ন ইউএস ডলার। ২০২২ সালে আগের বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

মূল্যস্ফীতি

বাংলাদেশের জাতীয় সঞ্চয় ২৫.৩ শতাংশ হলেও বিনিয়োগ হয়েছে ৩১ শতাংশ। বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের মাঝে এ ধরনের বড় ব্যবধান অর্থনীতিকে ভারসাম্যহীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এদিকে বছরের শুরু থেকেই ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন হওয়ায় প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়েছে। ফলে বেড়ে যায় খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার। বছরের শুরুতে জানুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৮৬ শতাংশ আর বছরের শেষে ডিসেম্বরে এই মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৮.৭১ শতাংশ।

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য

২০২২ সালের আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্যে রেকর্ড পরিমাণ বাণিজ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। আমদানি যে পরিমাণ হয়েছে রপ্তানি তার তুলনায় কম হওয়ায় ঘাটতি দেখা দেয়। এই বছর আমদানি হয়েছে প্রায় ১০৩.৯৯ বিলিয়ন ইউএস ডলারের পণ্য। গত বছরের (২০২১) তুলনায় বেড়েছে ৯.৬১ শতাংশ। আর রপ্তানি হয় প্রায় ৫৫.৫৯ বিলিয়ন ইউএস ডলারের পণ্য, যা গত বছরের (২০২১) তুলনায় ২১.৫১ শতাংশ বেশি। আমদানির চেয়ে রপ্তানি কম হওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি আরও বেড়ে যায়। বৈশ্বিক ঋণ মান নির্ণয়কারী সংস্থা এস অ্যান্ড পি গ্লোবাল রেটিংস সম্প্রতি বাংলাদেশের ঋণমান প্রকাশ করেছে। তাদের মতে বহিঃস্থ খাতের চ্যালেঞ্জের মধ্যে বাংলাদেশের চলতি হিসাব ও বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভের চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এতে বাংলাদেশের নিট বহিঃস্থ ঋণ পরিস্থিতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে যদি পণ্যমূল্য বাড়তে থাকে এবং আমদানি চাহিদা বাড়তে থাকে তাহলে টাকার আরও অবমূল্যায়ন হতে পারে। ফলে অর্থনীতির বহিঃস্থ খাতের আরও অবনতি হতে পারে।

প্রবাসী আয়

বিদায়ী ২০২২ সালে এর আগের ২০২১ সালের তুলনায় দেশে রেমিট্যান্স তথা প্রবাসী আয় কমেছে প্রায় ০.৭৯ বিলিয়ন ডলার। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে ২০২২ সাল সব মিলিয়ে প্রবাসী আয় এসেছে প্রায় ২১.২৯ বিলিয়ন ইউএস ডলার। এর আগের বছর ২০২১ সালে প্রবাসী আয় এসেছিল প্রায় ২২.০৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার। এই হিসাব বৈধ চ্যানেল খ্যাত ব্যাংক খাতের মাধ্যমে আসা প্রবাসী আয়ের।

২০২২ সালে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অর্থনৈতিক চিত্র

ইসলামী ব্যাংকিং আল কোরআন, রাসুল (সা.)-এর কর্মপদ্ধতি এবং যুগে যুগে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের বিধিবিধান অনুসরণ করে পরিচালিত একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী নতুন ধরনের ব্যাংকিং। ইসলামী ব্যাংকিং বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ক্রমবিকাশমান ও ব্যাপক জনপ্রিয় একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থা। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যাংক সুদের হিসাব-নিকাশ ছেড়ে আগাগোড়া ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করেছে। এতে সামগ্রিকভাবে দেশে ইসলামী অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা শুরু থেকেই বাংলাদেশে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে আমানত সংগ্রহ ও অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা মোট ব্যাংকিং খাতের আমানতের ২৫ শতাংশের বেশি এবং বিনিয়োগের ২৯ শতাংশের বেশি শেয়ারের প্রতিনিধিত্ব করছে। ইসলামী আর্থিক খাতের অন্যান্য ব্যবস্থা যেমন ইসলামী পুঁজিবাজার, ইসলামী বীমা (তাকাফুল) এবং ক্ষুদ্রঋণ খাতও যদি সহায়ক নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় তবে পদ্ধতিগতভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে।

সুকুকের সাম্প্রতিক প্রবর্তন এবং বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে এর বিশাল প্রতিক্রিয়া ইসলামী ব্যাংকগুলির মসৃণ তারল্য ব্যবস্থাপনাকে সহজতর করার পক্ষে ইঙ্গিত দেয় যা সরকারের বাজেটের ঘাটতি অর্থায়নে সহায়তা করতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদে ইসলামী পুঁজিবাজারকে উন্নীত করতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা ৬১টি। এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে ১০টি ব্যাংক। এছাড়া ১১টি প্রচলিত (কনভেনশনাল) ব্যাংকের ২৩টি শাখা এবং ১৩টি প্রচলিত ব্যাংকের ৫৩৫টি ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো রয়েছে। এর বাইরে দেশের সব ব্যাংক ও শাখা প্রচলিত ধারার।

২০২২ সালের ডিসেম্বর শেষে শরিয়া ভিত্তিক ব্যাংকিংয়ে আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪০৯৯.৪৯ বিলিয়ন টাকা যা ব্যাংক খাতের মোট আমানতের ২৫ শতাংশের বেশি।

একইভাবে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে বিনিয়োগের পরিমাণও বেড়েছে। ২০২২ সালে শরিয়াভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের বিনিয়োগের স্থিতি ছিল ৪০৫২.০২ বিলিয়ন টাকা যা ব্যাংক খাতের মোট বিনিয়োগের ২৯ শতাংশের বেশি।

রেমিট্যান্স আহরণেও শরিয়াভিত্তিক ব্যাংকগুলো বড় ভূমিকা রাখছে। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ এ এই ধারার ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ৫৪.৫৩ শতাংশ রেমিট্যান্স এসেছে।

২০২৩ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতি

ফ্রান্সের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইকনোমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি) তাদের গবেষণায় জানিয়েছে, উচ্চমাত্রার সুদহার, আকাশচুম্বী মূল্যস্ফীতি ও চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ২০২৩ সালের অর্থনৈতিক হালচাল হবে ২০২২ সালের থেকে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং।

অর্থনীতি ও ব্যবসায় গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক কে ড্যানিয়েল নিউফেল্ড সিএনএনকে বলেন, উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রতিক্রিয়ায় সুদের হার বৃদ্ধির ফলে বিশ্ব অর্থনীতি আগামী বছর মন্দার মুখোমুখি হতে পারে। তবে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার দিকেই যাচ্ছে-বিষয়টিতে সবাই একমত নয়। অর্থনীতিবিদগণ বলছেন, বৈশ্বিক অর্থনীতি নিম্ন প্রবৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে। ব্লুমবার্গের রিপোর্টে বলা হয়েছে, সেন্টার ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) তাদের গবেষণা শেষে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হবে। মুদ্রাস্ফীতি মোকাবেলায় নতুন ঋণ গ্রহণের জন্য অনেকগুলো আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বলছে, বিশ্বব্যাপী জিডিপির প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালে ছিলো ৬ ভাগ যা ২০২২ সালে ৩.২ ভাগে নেমেছিলো। ২০২৩ সালে জিডিপির প্রবৃদ্ধি নেমে দাড়াবে ২.৭ ভাগে। বিশ্বজুড়ে অর্থনীতি ধাক্কা খেয়েছে মূলত ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ থেকে শুরু করে চীনের ক্রমাগত শূন্য-কোভিড ব্যবস্থার কারণে। এসব ঘটনা মুদ্রাস্ফীতিকে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং অর্থনৈতিক গতিকে বেশ দুর্বল করেছে।

ইউরোপীয় দেশগুলোর সংগঠন ওইসিডির মতে, প্রবৃদ্ধি হবে আরও কম, ২ দশমিক ২ শতাংশ। এর অর্থ হচ্ছে নতুন বছরে বিশ্ব অর্থনীতি নিশ্চিত করেই মন্দায় ঢুকে যাবে। সাধারণত পরপর দুটি প্রান্তিকে অর্থনীতিতে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হলে তাকে মন্দা বলা হয়। আর এর সঙ্গে যুক্ত হবে উচ্চ পণ্যমূল্য ও উচ্চ সুদহার। মূলত, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরো অঞ্চলের পরিস্থিতি এ রকমই থাকবে। তবে চীনের প্রবৃদ্ধি বাড়তে পারে।

২০২২ সালের অর্থনীতিতে বড় সমস্যা ছিল অস্বাভাবিক উচ্চ মাত্রার মূল্যস্ফীতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে যে উচ্চ মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়, বিগত ৪০ বছরে আর কখনোই এমন উচ্চমাত্রার মূল্যস্ফীতি প্রত্যক্ষ করা যায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ১-শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। বর্তমানে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে এলেও তা সাময়িক বলেই অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সামান্য কমলেও নতুন বছরেও উচ্চ মূল্যস্ফীতিই বজায় থাকবে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রাক্কলন হচ্ছে নতুন বছরে মূল্যস্ফীতি ৮ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে কমে সাড়ে ৬ শতাংশ হবে। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলো এই চাপ থেকে এতটা রেহাই পাবে না। তাদের গড় মূল্যস্ফীতি থাকবে ৮ দশমিক ১ শতাংশ। জ্বালানি ও শিল্পের কাঁচামালের দাম বেশিই থাকবে। ফলে আমদানি ব্যয় খুব একটা কমবে না।

বিশ্বের অন্তত ৬২ শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ সংরক্ষিত হয় মার্কিন ডলারে। কিন্তু যুদ্ধের কারণে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় বিশ্বব্যাপী। কিন্তু অবাক বিষয় যে, ডলারের মূল্য বাড়ার পাশাপাশি রাশিয়ান রুবলের মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ একই সঙ্গে মার্কিন ডলার এবং রুবলের মূল্য বাড়ে বা কমে না। এদের সম্পর্ক ছিল বিপরীতমুখী। কিন্তু এবার তার ব্যত্যয় ঘটেছে।

জ্বালানি নিয়ে সবচেয়ে বিপদে আছে ইউরোপ, বিশেষ করে যারা রাশিয়ার গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি ফান্ড সম্প্রতি তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছে, ২০২৩ সালেও ইউরোপ গ্যাসসংকটে ভুগবে। আর যদি বেশি শীত পড়ে, তাহলে সংকট আরও বাড়বে। যদিও ইউরোপের দেশগুলো নরওয়ে, কাতার ও ওমানের কাছ থেকে জ্বালানি নেওয়া বাড়িয়েছে, তবে তা পর্যাপ্ত না। আর চীন যদি অর্থনীতিতে পূর্ণশক্তি নিয়ে নামে, তাহলে জ্বালানির চাহিদা আরও বাড়বে, দামও তাতে বাড়তি থাকবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যুদ্ধ, মূল্যস্ফীতি এবং জ্বালানিসংকটের প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি সংকুচিত হবে। দেখা দেবে অর্থনীতির মন্দা। নতুন বছরে আরেকটি ঘটনা ঘটবে। তিন বছর বিরতির পর অর্থনীতিতে প্রবেশ করছে চীন। তারা সরে এসেছে 'জিরো কোভিড' নীতি থেকে। দেশটির জনগণের প্রতিবাদের মুখে চীন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা খুবই বিরল ঘটনা। ৮ জানুয়ারি চীন আন্তর্জাতিক সীমানা খুলে দিচ্ছে। চীন এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। দেশটির অর্থনীতির ওপর মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া বা থাইল্যান্ডের মতো দেশগুলোর রপ্তানি আয় অনেকখানি নির্ভর করে। চীনের বিপুল ভোক্তার চাহিদা বাড়লে উৎপাদন বাড়বে। এতে সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

নতুন বছরে চীনের অংশগ্রহণের প্রভাব থাকবে বিশ্ব অর্থনীতিতে। অনেকেই মনে করছেন, এতে অর্থনীতি লাভবান হবে। আবার চীনের মাধ্যমে নতুন করে কোভিড ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও আছে। তাহলে এটাই হবে নতুন বছরের সবচেয়ে খারাপ ঘটনা।

সব মিলিয়ে নতুন বছরের বড় ঘটনা হচ্ছে বিশ্ববাণিজ্য চীনের অংশগ্রহণ। এর আগে চীনের শেষ সরব উপস্থিতি ছিল ২০১৯ সালে। তখন ডোনাল্ড ট্রাম্প ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সময়টা ছিল বাণিজ্যযুদ্ধের। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এখন জো বাইডেন। নতুন পরিস্থিতিতে এই দুই বড় অর্থনীতির দেশের মধ্যকার সম্পর্কের ওপরও নির্ভর করছে নতুন বছরের অর্থনীতির গতিপথ।

২০২৩ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতি

বিশ্বব্যাপী কভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার পরবর্তী প্রথম বছর হিসেবে ২০২২ সালের শুরুটা অনেক ইতিবাচক ছিল। কারণ বিশ্বব্যাপী ভোক্তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং আশা করা হচ্ছিল যে বৈশ্বিক অর্থনীতি মন্দা ভাব থেকে ঘুরে দাঁড়ানো শুরু করবে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে সৃষ্ট সংকটের কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতির এ প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি থমকে যায়।

বৈশ্বিক মন্দা আতঙ্কের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া ২০২৩ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অপেক্ষা করছে এক ঝাঁক সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ। অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে নতুন বছরে বড় সম্ভাবনার খাত তৈরি পোশাক রপ্তানি। প্রণোদনা বাড়ানো গেলে বাড়তে পারে রেমিট্যান্সও। তবে, নতুন করে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে আরেক দফা বাড়বে মূল্যস্ফীতি। এ ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও ডলার সংকট, অর্থ পাচার ২০২৩ সালের অর্থনীতিকে আরও অনেক দিন ভোগাবে। রাশিয়া-ইউক্রেনের টানা প্রায় ১১ মাসের যুদ্ধ বিশ্বকে ফেলে দিয়েছে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে। যার অভিঘাতের শিকার বাংলাদেশও। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কারণে নিত্যপণ্যের বাড়তি দাম, গভীর সংকটে ফেলেছে নিম্ন ও মধ্যবিত্তকে। নাজুক পরিস্থিতি বিরাজ করছে সমগ্র আর্থিক খাতে। তবে নতুন বছর ২০২৩-এ অর্থনীতিকে চাঙা করার নানা অনুষঙ্গও তৈরি হয়েছে। এবার ফসলের বাম্পার ফলন খাদ্য সংকটকে ঘোচাতে সহায়তা করবে। আমেরিকা-চীনের বাণিজ্য যুদ্ধে ত্বরান্বিত হবে রপ্তানি।

গবেষণা সংস্থাগুলো বলছে, ২০২৩ সাল ইউরোপের কিছু দেশের জন্য যতটা খারাপ যাবে, অন্য সবার ক্ষেত্রে তেমনটি নাও হতে পারে। বিশেষ করে এশিয়া তুলনামূলকভাবে ভালো করবে। এই ভালো করার ক্ষেত্রে চীনের একটি ভূমিকা থাকবে অবশ্যই, তবে নেতৃত্ব দেবে ভারত।

তাহলে বাংলাদেশ কেমন করবে? বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ মনে করে, প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের ওপরেই থাকবে। যদিও সরকারের আশা ৭ শতাংশের বেশি। তবে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘস্থায়ী মন্দায় থাকলে বাংলাদেশের জন্য তা দুঃসংবাদ। বলা হচ্ছে, জার্মানি, ইতালি ও যুক্তরাজ্যের অর্থনীতির মন্দা দীর্ঘস্থায়ী হবে। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পোশাক খাতের বড় বাজার। আগের তুলনায় বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে বাংলাদেশ অনেক বেশি সংযুক্ত। ফলে রপ্তানি খাতে কিছু প্রভাব পড়বে। যদিও বাংলাদেশে উচ্চ মূল্য সংযোজন হয় এমন দামি পোশাক রপ্তানি করে না। ফলে খুব খারাপ প্রভাব নাও পড়তে পারে। আর মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে যেহেতু সংশয় কম, তাই প্রবাসী আয় বাড়তে পারে। তবে এ জন্য ডলারের হার বাংলাদেশ আরও কতটা বাজারমুখী করে, তার ওপরই প্রবাসী আয় আসা বেশি নির্ভর করবে। নইলে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা আসবে, পাচারও হবে।

নিম্ন রাজস্ব আয় নিয়েই নতুন বছরে ঢুকেছে বাংলাদেশ। তবে নতুন বছরে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি থাকবে ব্যাংক খাত নিয়ে।

সব মিলিয়ে নতুন বছর আসলে কেমন হবে, তা সঠিকভাবে প্রাক্কলন করা বেশ কঠিন। তবে শেষ পর্যন্ত রপ্তানি আয়, প্রবাসী আয় এবং কৃষি উৎপাদন ভালো হলে দুশ্চিন্তা অনেকটাই কমবে।

সাধারণ মানুষই বাংলাদেশের মূল শক্তি। তারা এ দেশকে ফল, মাছ, দুধ, সবজি উৎপাদনে চ্যাম্পিয়ন করে রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের শক্তিতেই ২০২৩ সালের মন্দা ও মঙ্গা বাংলাদেশকে কবজা করতে পারবে না।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর কর্যক্রমের সাধারণ পর্যালোচনা

২০২২ সালে যদিও দেশের ব্যাংকিং খাত একটি সঙ্কটপূর্ণ সময় পার করেছে, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এই বছরেও ভালো করতে সমর্থ হয়েছে। ২০২২ সালে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাংকের কৃতিত্ব ছিল উর্দ্ধমূখী। করোনা ভাইরাস এবং সর্বশেষ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ব্যাংকের কার্যক্রম প্রচন্ডভাবে ব্যাহত হয়েছে। ব্যাংকের ২০২২ সালের কার্যক্রমের সাধারণ পর্যালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

পরিচালন আয়

২০২২ সালে অসংখ্য বাধা সত্ত্বেও ব্যাংক তার পরিচালন আয় উন্নয়নের সুস্পষ্ট ধারা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছে। ব্যাংকের পরিচালন আয় (Consolidated) ২০২২ সালে ১৫,১৪৫.৭১ মিলিয়ন টাকা থেকে ১১.৬৮% বৃদ্ধি পেয়ে ১৬,৯১৫.২৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। গত পাঁচ বছরের পরিচালন আয় নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

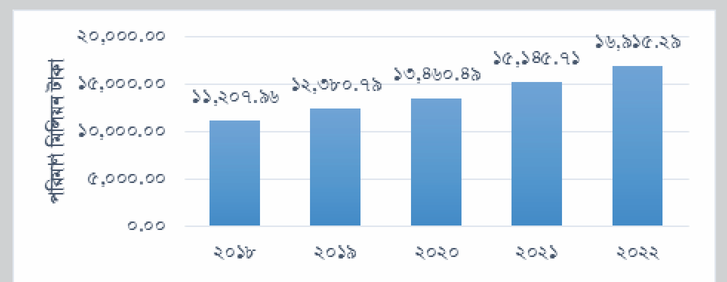

নীট মুনাফা

প্রভিশন ও ট্যাক্স ব্যতীত ২০২২ সালে নীট মুনাফা (Consolidated) দাঁড়ায় ২,৯৬১.৫০ মিলিয়ন টাকা, যা গত বছর ছিল ৩,৩৬৫.২০ মিলিয়ন টাকা। আমানতের উচ্চ মুনাফার হার নীট মুনাফা হ্রাসের মূল কারণ।

লভ্যাংশ

নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশনা পরিপালন করে ব্যাংক প্রতি বছর তার আয় এবং তারল্য অবস্থার উপর ভিত্তি করে নগদ লভ্যাংশ এবং/ও স্টক ডিভিডেন্ড (বোনাস শেয়ার) প্রদান করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তিসহ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে ২০২২ সালের জন্য ১০% স্টক ডিভিডেন্ড (বোনাস শেয়ার) ঘোষণা করে।

শেয়ার প্রতি আয়

২০২২ সালে শেয়ার প্রতি আয় (Consolidated) ছিলো ২.৮১ টাকা। যেহেতু ব্যাংককে ২০২২ সালে করোনার প্রভাব, বৈষিক যুদ্ধ, ডলার সমস্যা, এলসি খোলার সীমাবদ্ধতা, উচ্চ মূদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি জটিলতা অতিক্রম করতে হয়েছিল, তাই ২০২১ সালের তুলনায় শেয়ার প্রতি আয় কম ছিলো।

পরিশোধিত মূলধন

ব্যাংকের মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করতে, নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশনার আলোকে স্টক ডিভিডেন্ড (বোনাস শেয়ার) প্রদানের মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন ৫% বৃদ্ধি পেয়েছিল। অতঃপর ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন দাঁড়ায় ১০,৪৬০.০৮ মিলিয়ন টাকা। বর্ধিত মূলধন মুনাফা অর্জন করতে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা হয়।

নিয়ন্ত্রক মূলধন

ব্যাংকের দীর্ঘ মেয়াদী স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করতে এবং শেয়ারের মূল্য সর্বাধিক করতে পারে এমন টেকসই ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করার জন্য একটি শক্তিশালী মূলধন ভিত্তি বজার রাখা হয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলের অংশ হিসেবে এফএসআইবিএল এর নীতি হল একটি শক্তিশালী মূলধন থেকে ঝুঁকিভারযুক্ত সম্পদের অনুপাত বজায় রাখা যাতে কোনো সম্ভাব্য ঝুঁকি থেকে উদ্ভূত যে কোনো অপ্রত্যাশিত ধাক্কা মোকাবেলা করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে।

৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের মোট নিয়ন্ত্রক মূলধন (Consolidated) দাঁড়ায় ৩৮,৭০৫.৪৭ মিলিয়ন টাকা, যা ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ ভিত্তিক ছিল ৩৬,৬৩২.৪৫ মিলিয়ন টাকা।

সংবিধিবদ্ধ রিজার্ভ

ব্যাংকের বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সম্ভাব্য নন-পারফর্মিং বিনিয়োগের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য সংবিধিবদ্ধ সঞ্চিতিও বৃদ্ধি করা হয়। বিভিন্ন কারণে বিনিয়োগ গ্রহীতাদের ২০২২ সালে ব্যবসায় মন্থরতার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে তারা ব্যাংক থেকে নেয়া বিনিয়োগসমূহ পরিশোধ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ফলস্বরূপ, ব্যাংককে তার সংবিধিবদ্ধ সঞ্চিতি (Consolidated) ২০২১ সালের ৬৪৫৬.৬৬ মিলিয়ন টাকা থেকে ২০২২ সালে ৭৫৫০.১৪ মিলিয়ন টাকায় উন্নিত করা প্রয়োজন হয়। গত পাঁচ বছরের সংবিধিবদ্ধ সঞ্চিতি নিম্নে দেখানো হলোঃ

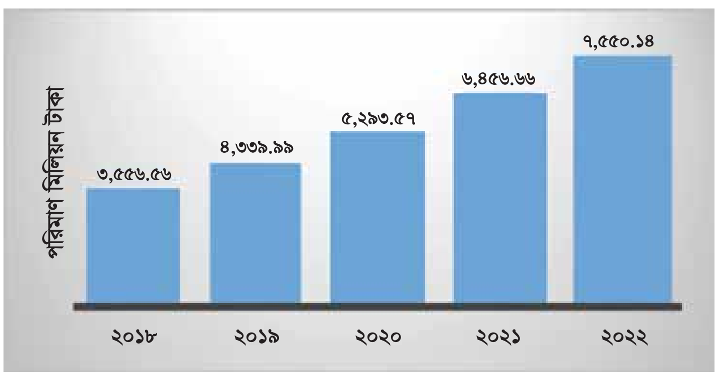

সম্পদ এবং দায়

৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের মোট সম্পদ (Consolidated) ৬১৬,৪৫৩.৫৮ মিলিয়ন টাকা, যা ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ ভিত্তিক ছিল ৫৪৪,৭৯৫.১৯ মিলিয়ন টাকা। ২০২২ সালে মোট সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩.১৫%।

অন্যদিকে, ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের দায় (Consolidated) ছিল ৫৯৩,৭৯২.৭১ মিলিয়ন টাকা, যা ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ ভিত্তিক ছিল ৫২৪,০৭৭.৯৩ মিলিয়ন টাকা।

আমানত এবং বিনিয়োগ

এফএসআইবিএল এর আমানত বৃদ্ধি ইতিবাচক ছিল যদিও ২০২২ সালে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির মোট আমানত হ্রাস পেয়েছে। আমানত হচ্ছে ব্যাংকের জীবনীশক্তির উৎস, যা ২০২২ সালে (Consolidated) ছিল ৪৭৩,০২৫.০৩ মিলিয়ন টাকা কিন্তু ২০২১ সালে যা ছিল ৪৬৯,০৩৫.৩৮ মিলিয়ন টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ (Consolidated) দাঁড়ায় ৫২৩,৯৪৪.৩৯ মিলিয়ন টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ দাঁড়ায় ৪৫৫,৮৫০.১৪ মিলিয়ন টাকা।

মানব সম্পদ

মানব সম্পদ হল প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনশক্তির সম্মিলিত মানবীয় গুণাবলী যেমন- সম্মিলিত বিচারবুদ্ধি ও বোধ শক্তি, সক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতা যা সংগঠনকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। মানব সম্পদ হল কোম্পানীর সম্পদ এবং কর্মচারীগণের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর প্রধান নিয়ামক এবং যা আর্থিক কার্যসম্পাদন উন্নয়নে একটি প্রতিযোগীতামূলক প্রান্ত ধরে রাখে।

আমাদের মানব সম্পদ হলো আমাদের জনশক্তির জ্ঞান, সক্ষমতা, অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার সংমিশ্রণ। বর্তমানে আমাদের ৪৪৮৪ জন কর্মকর্তা আছে এবং আমরা গত বছর আমাদের কর্মকর্তাদের ৪৩০৮ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি।

শাখা, উপ-শাখা, এজেন্ট আউটলেট

টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ভীষণ প্রয়োজন। সেই জন্য আমরা ব্যাংক ব্যবহার করেনা এমন লোকদের ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় আনতে গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় আমাদের ব্যাংকের শাখা, উপ-শাখা, এজেন্ট আউটলেট এবং কালেকশান বুথ খুলেছি। আমাদের শাখা, উপ-শাখা এবং এজেন্ট আউটলেটের চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

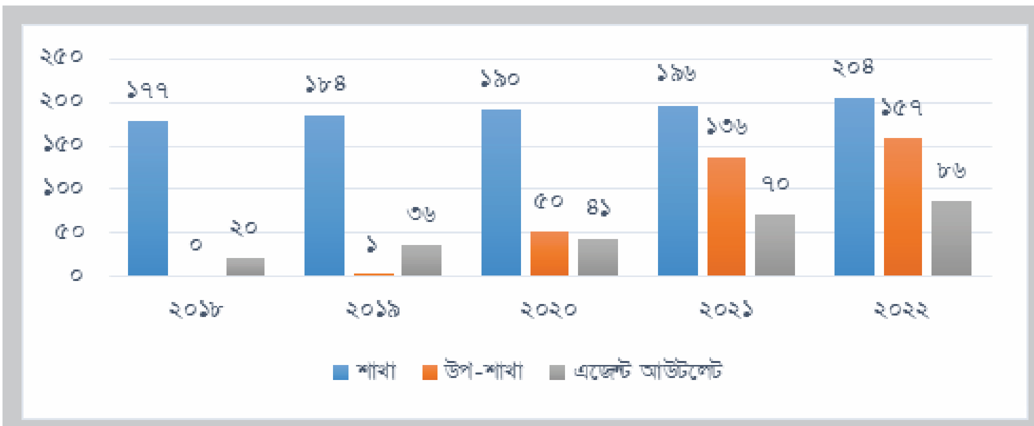

বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবসা

আমদানি বাণিজ্য

২০২২ সালে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর আমদানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৬,৩২১.৮৮ কোটি টাকা। আমদানি বাণিজ্যের প্রধান খাতগুলি ছিল চিনি, ভোজ্য তেল, মূলধনী যন্ত্রপাতি, তুলা, ফ্রেব্রিক্স ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি।

রপ্তানি বাণিজ্য

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ ২০২২ সালে রপ্তানি বাণিজ্যে সর্বমোট ৩,৭১৫.০৪ কোটি টাকার রপ্তানি দলিল সফলতার সাথে নিষ্পত্তি করে। রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান খাতগুলি ছিল তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, প্রক্রিয়াজাত চামড়ার পণ্য সামগ্রী, কৃষিপণ্য, ইত্যাদি।

করেচপন্ডেন্স ব্যবসা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে করেচপন্ডেন্স ব্যবসা হলো ব্যবসায়িক অংশিদার। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ বৈদেশিক বাণিজ্যে ইতোমধ্যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। বিশ্বব্যাপী ২২৮ টি স্বনামধন্য ব্যাংকের ২,৬০০ টিরও বেশী শাখার সাথে আমাদের ব্যাংক করেচপন্ডেন্স সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

অফশোর ব্যাংকিং ব্যবসা

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ গত ৫ই আগষ্ট, ২০২০ তারিখে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (OBU) চালুর মাধ্যমে অফশোর ব্যাংকিং ব্যবসার কাযংক্রম শুরু করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি পত্র নং-বিআরপিডি(ওবি)/৭৪৪(১২৬)/২০২০-৪৭৩৫ এবং ৪৭৩৭ তাং-০৬ জুলাই ২০২০ অনুযায়ী সকল নিয়ম ও নির্দেশিকা পরিপালন করে অফশোর ব্যাংকিং বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে।

অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (OBU) বিদেশ হতে আমদানির বিপরীতে স্বীকৃত ইউজ্যান্স/বিলম্বিত আমদানি বিল এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্যের প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানির বিপরীতে ইউজ্যান্স/বিলম্বিত রপ্তানি বিল ডিসকাউন্ট/ক্রয় করে থাকে। ২০২২ সালে ইউজ্যান্স/ বিলম্বিত আমদানি এবং রপ্তানি বিলের বিপরীতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট হতে ব্যাংক ৩০৬,৬৪৮.০০ মার্কিন ডলার মুনাফা অর্জন করে, বাংলাদেশী টাকায় যার পরিমাণ ৩,১৬,৭৫,৮১৮.৪৬ টাকা।

সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান

ব্যাংকের দুইটি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন- (১) First Security Islami Capital & Investment Ltd. এবং (২) First Security Islami Exchange Italy, SRL। ব্যাংক First Security Islami Capital & Investment Ltd. এর ৫১ শতাংশ শেয়ারের মালিক এবং First Security Islami Exchange Italy, SRL এর ১০০ শতাংশ শেয়ারের মালিক।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ব্যবসায় ঝুঁকি অনিবার্য। কিন্তু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংক সর্বদা এর ঝুঁকি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। এর জন্য, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা অনুসরণপূর্বক আমরা কতিপয় নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। এসব নীতিমালা যথাযথভাবে প্রয়োগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা সুচারুভাবে পরিপালন হচ্ছে কিনা তা পরিচালনা পর্ষদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি সর্বদা পর্যবেক্ষণ করে।

কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডের পরিপালন

ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যে কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব। কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড শুধু কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য নয় বরং সামগ্রিক অর্থনীতিতেও এটি সমভাবে কার্যকর ও প্রয়োজনীয়। ব্যাংকিং খাতে নিবিড় সুশাসন ব্যবস্থা কার্যকর করা আর্থিক বাজারের পূর্বশর্ত।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক ০৩ জুন ২০১৮ তারিখে জারীকৃত নোটিফিকেশন নং- বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ এর মাধ্যমে প্রকাশিত কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড এর শর্তসমূহের পরিপালন ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিগোচরকরণসমূহ (Disclosures) এবং প্রাক্টিচিং চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড এর শর্তসমূহের পরিপালনের সনদ রিপোর্ট অন কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড অংশে সংযোজিত হয়েছে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

বিগত বছরগুলোর ন্যায় ২০২২ সালেও ব্যাংকের সফলতা অব্যাহত রাখাতে সমর্থ করার জন্য মহান আল্লাহ্ (সুবহান-ওয়া-তালা) এর নিকট পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সার্বিক সহযোগীতার জন্য সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার, গ্রাহক, বিনিয়োগকারী, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা ও চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জদ্বয়, অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকা এবং সেবার মান বজায় রাখার জন্য ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং সর্বস্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ব্যাংকের সার্বিক উন্নয়নে আমাদের সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহারে মহান আল্লাহ্ সহায়তা দান করুন।

আল্লাহ হাফেজ,

মোহাম্মদ সাইফুল আলম
চেয়ারম্যান